সাংবাদিক হত্যার প্রতিবাদে ঝিনাইদহে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যাসহ সারাদেশে সাংবাদিক নিপীড়নের প্রতিবাদ ও বিচারের দাবিতে ঝিনাইদহে মুখে কালো কাপড় বেঁধে মানববন্ধন ও মৌন মিছিল করেছে সাংবাদিকরা।

রোববার (১০আগস্ট) সকালে শহরের পোস্ট অফিস মোড়ে এ কর্মসূচীর আয়োজন করে ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন।

মুখে কালো কাপড় বেঁধে ব্যানার ফেস্টুন নিয়ে মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশনের নেতৃবৃন্দসহ বিভিন্ন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক সংগঠনের নেতৃবৃন্দ অংশ নেয়।

সংগঠনের আহ্বায়ক সাংবাদিক এম আর রাসেলের সভাপতিত্বে বিক্ষোভ কর্মসূচিতে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহ মাল্টিমিডিয়া জার্নালিস্ট অ্যাসোসিয়েশন সদস্য সচিব সাংবাদিক শেখ ইমন, ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক আমিনুল ইসলাম লিটন, ঝিনাইদহ রিপোর্টার্স ইউনিটের সভাপতি এম এ কবির, সাংবাদিক সম্রাট হোসেন, সুজন বিপ্লব, এম বুরহান উদ্দীন, এস এ এনাম,এস এম রবি, মর্নিং বেল চিলড্রেন একাডেমীর পরিচালক শাহিনুর রহমান লিটন, সামাজ কর্মী রেল আব্দুল্লাহ, জাহান লিমন প্রমুখ। অনুষ্ঠিত বিক্ষোভ কর্মসূচিতে সংহতি জানিয়ে উপস্থিত ছিলেন ঝিনাইদহের বিভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতি সংগঠনের নেতৃবৃন্দ।

কর্মসূচী থেকে সাংবাদিক হত্যার সাথে জড়িতদের কঠোর শাস্তির আওতায় আনার দাবী জানান। সেই সাথে সারাদেশে সাংবাদিকদের ওপর সব ধরনের হয়রানি, মিথ্যা মামলা ও নিপীড়ন বন্ধেরও আহ্বান জানানো হয়।

মানববন্ধন শেষে পোস্ট অফিস মোড় থেকে মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি শহরের বিভিন্ন সড়ক ঘুরে মডার্ন মোড়ে দিয়ে শেষ হয়।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দামুড়হুদায় মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা

দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টার গাজীপুরের সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদ ও আসামীদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবিতে দামুড়হুদা প্রেসক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির আয়োজনে মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

রবিবার বেলা ১১ টার সময় উপজেলা সদরের চৌ-রাস্তার মোড়ে এই মানববন্ধন ও প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হয়।

দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মানববন্ধন ও প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন সিনিয়র সাংবাদিক ৭১ টিভির জেলা প্রতিনিধি এম, এ মামুন,দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মুরশেদ বীন ফয়সাল, দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল, সাধারন সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন, দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক শাহাজালাল বাবু, সমিতির সহ-সভাপতি মোজাম্মেল শিশির প্রমুখ।

এসময় উপস্থিত ছিলেন দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সহসভাপতি মিরাজুল ইসলাম মিরাজ, সাংগঠনিক সম্পাদক রকিবুল হাসান তোতা, নির্বাহী সদস্য তাছির আহমেদ, হাবিবুর রহমান, আরিফুল ইসলাম মিলন, সদস্য এসএম সুজন, মেহেদী হাসান মিলন, খালেকুজ্জামান, হেলাল উদ্দিন, আনারুল ইসলাম, শেখ হাতেম সহ চুয়াডাঙ্গা, দামুড়হুদা ও দর্শনায় কর্মরত বিভিন্ন প্রিন্ট ও ইলেকট্রিক মিডিয়ার সাংবাদিকের উপস্থিত ছিলেন।

অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন দামুড়হুদা সাংবাদিক সমিতির সভাপতি হাফিজুর রহমান কাজল।

বক্তরা বলেন, সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যাকারীদের দ্রুত বিচার আইনে বিচার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি নিশ্চিত করতে হবে। অন্যথায় সাংবাদিক সমাজ বৃহত্তর কঠোর আন্দোলন করতে বাধ্য হবে। এছাড়া সাংবাদিক তুহিনের পরিবারকে স্থায়ী কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করতে হবে।

সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্দ্যোগে মানববন্ধন

গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিনকে হত্যার প্রতিবাদে বিচার চেয়ে চুয়াডাঙ্গার দর্শনায় মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়েছে। নিহত তুহিন দৈনিক প্রতিদিনের কাগজ পত্রিকার স্টাফ রিপোর্টর হিসাবে কর্মরত ছিলেন।

আজ শনিবার বেলা সাড়ে ১১ টার দিকে দর্শনা প্রেস ক্লাব ও সাংবাদিক সমিতির উদ্যোগে প্রেসক্লাবের সামনে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়। মানববন্ধনে জীবননগর ও দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের নেতৃবৃন্দ একাত্বতা প্রকাশ করেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, ‘সাংবাদিকদের ওপর হামলা করে সত্যকে দমিয়ে রাখা যাবে না। রাষ্ট্রের দায়িত্ব নাগরিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করা। কিন্তু বারবার সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনা আমাদের প্রশ্নবিদ্ধ করে। অপরাধীদের বিচার না হলে নৈরাজ্য বাড়বে।’

বক্তারা বলেন, ‘রাষ্ট্রের ও সমাজের সকল কাজে সবার আগে সাংবাদিকরা থাকে। আবার এই সাংবাদিকদেরই নানা ভাবে সবচেয়ে বেশি নির্যাতনের স্বীকার হতে হয়। সাংবাদিকরা নির্যাতনের শিকার হলেও এসব ঘটনার সুষ্ঠু বিচার হয় না। যার ফলে একই ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি ঘটছে।’

তারা বলেন, ‘সাংবাদিকরা রাষ্ট্রের চতুর্থ স্তম্ভের ভূমিকা পালন করে। অথচ রাষ্ট্রের সেই স্তম্ভের নিরাপত্তায় কোনো কোনো আইন নেই। আমরা চাই সাংবাদিকদের সুরক্ষার জন্য একটি আইন তৈরি করা হোক। দেশের সংবাদকর্মীদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে সরকারকে যথাযথ পদক্ষেপ নিতে হবে।’

বক্তারা আরও বলেন, ‘যুগে যুগে এদেশে সাংবাদিক হত্যার বা নির্যাতনের সঠিক বিচার হয়নি। ২০২৪ সালের ৫ আগস্টের পর প্রত্যাশা ছিলো পরিস্থিতির পরিবর্তন হবে। কিন্তু দুক্ষের বিষয় তা হয়নাই।

বরং সাংবাদিক নির্যাতন বাড়ছেই, যেটা খুবই কষ্টের। সাংবাদিক তুহিন হত্যার সাথে জড়িতদের কঠিন বিচারের মুখোমুখি করা হোক। যাতে করে ভবিষ্যতে আর কেউ সাংবাদিক হত্যা ও নির্যাতনের মত জঘন্য কাজ করার সাহস না পায়।’

সাংবাদিক তুহিন হত্যায় জড়িতদের দ্রুত বিচার আইনে বিচারের দাবি জানিয়ে এ ধরনের ঘটনার পুনরাবৃত্তি রোধে সরকারের কাছে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণের আহ্বান জানান মানববন্ধনে অংশ নেয়া সাংবাদিক ও বক্তারা। এ মানববন্ধনে দর্শনা প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুলের সভাপতিত্বে, সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, মাসুম বিল্লাহ, মনিরুজ্জামান ধীরু, হানিফ মন্ডল, দামুড়হুদা প্রেসক্লাবের সভাপতি শামসুজ্জোহা পলাশ, সাধারণ সম্পাদক তানজির আহম্মেদ ফয়সাল উপস্থিত ছিলেন।

বক্তব্য রাখেন দর্শনা প্রেস ক্লাবের সদস্য- রিফাত হোসেন, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবীব মামুন, সদস্য চঞ্চল মেহমুদ, জীবননগর প্রেসক্লাবের আহ্বায়ক রিপন হোসেন, প্রবাসী সাংবাদিক শাফায়াত উল্লাহ, চুয়াডাঙ্গা প্রেসক্লাবের সদস্য রেজাউল করীম লিটন, গণউন্নয়ন গ্রন্থাগারের সভাপতি আবু সুফিয়ান, দর্শনা সরকারি কলেজের সাবেক ভিপি মোহাম্মদ হারুন অর রশীদ। অনুষ্ঠানটি পরিচালনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

গাজীপুরে সাংবাদিক তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবে প্রতিবাদ সভা

দর্শনা প্রেসক্লাবে ঢাকার গাজীপুরে সাংবাদিক আসাদুজ্জামান তুহিন হত্যার প্রতিবাদে দর্শনা প্রেসক্লাবের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে। গতকাল শুক্রবার রাত ৮টায় দর্শনা প্রেসক্লাব কার্যালয়ে অনুষ্ঠিত প্রতিবাদ সভায় সভাপতিত্ব করেন, প্রেসক্লাবের সভাপতি ইকরামুল হক পিপুল।

এ প্রতিবাদ সভায় বক্তব্য রাখেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাংবাদিক সমিতির সভাপতি আওয়াল হোসেন, সাংবাদিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক মাসুম বিল্লাহ, সহ-সভাপতি কামরুজ্জামান যুদ্ধ, প্রেসক্লাবের সাবেক সভাপতি মনিরুজ্জামান ধীরু, সাবেক সভাপতি জাহিদুল ইসলাম, সাবেক সাধারণ সম্পাদক আহসান হাবিব মামুন।

এছাড়া উপস্থিত ছিলেন, অর্থ-সম্পাদক ফরহাদ হোসেন, সাংবাদিক হাসমত আলী, ওয়াসিম রয়েল, আব্দুল হান্নান, রিফাত হোসেন ও শ্রী কমল বাঁধন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন, দর্শনা প্রেসক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মনিরুজ্জামান সুমন।

কালীগঞ্জে জমি নিয়ে বিরোধের জেরে কৃষক দম্পতিকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা

ঝিনাইদহের কালীগঞ্জ উপজেলার শিমলা-রোকনপুর ইউনিয়নের তিল্লা গ্রামে জমি নিয়ে বিরোধের জের ধরে এক কৃষক দম্পতিকে পিটিয়ে হত্যার চেষ্টা করেছে প্রতিপক্ষরা।

বর্তমানে ওই দম্পতি ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে পাঞ্জা লড়ছে। শনিবার বিকেলে এ ঘটনা ঘটে। আহতরা হলো-তিল্লা গ্রামের মৃত ভাটাই মন্ডলের ছেলে জামির আলী (৫০) ও তার স্ত্রী সুখজান বেগম (৪৫)।

আহতের স্বজনরা জানায়, দীর্ঘদিন ধরে পৈত্রিক সুতে পাওয়া জমি নিয়ে তার ভাই আমিরের সাথে তার বিরোধ চলে আসছিলো। এরই জের ধরে শনিবার বিকেলে আমির হোসেন, তারস্ত্রীসহ লোকজন জামিরের বাড়িতে হামলা চালায়। হামলাকারীর জামির ও সুখজান বেধড়ক মারপিট করে পালিয়ে যায়। সেখান থেকে তাদের উদ্ধার করে সন্ধ্যায় ঝিনাইদহ সদর হাসপাতালে ভর্তি করা হয়।

কালীগঞ্জ থানার ওসি শফিকুল ইসলাম বলেন, মারপিটের ঘটনায় এখনও

থানায় অভিযোগ আসেনি। অভিযোগ পেলে তদন্ত করে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঝিনাইদহে ব্যাবসায়ী সুদীপ হত্যার ময়নাতদন্ত রিপোর্ট নিয়ে গড়িমিসি’র অভিযোগ

ঝিনাইদহের ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের মৃত্যুকে ঘিরে রহস্য ও সন্দেহের দানা বাঁধছে। ঘটনার ২০ দিন পার হলেও ময়নাতদন্ত প্রতিবেদন প্রকাশ না হওয়ায় উদ্বেগ জানিয়ে সংবাদ সম্মেলন করেছেন তার বন্ধুমহল ও স্বজনরা।
বৃহস্পতিবার (২৪ জুলাই) দুপুরে ঝিনাইদহ প্রেসক্লাবে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে ব্যবসায়ী সুদীপের মৃত্যুকে ‘সুপরিকল্পিত হত্যাকান্ড’ দাবি করে লিখিত বক্তব্য পাঠ করেন তার বন্ধু সওগাতুল ইসলাম হিমেল।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, বিপুল পরিমাণ সম্পত্তির লোভে গত ৫ জুলাই রাতে সুদীপকে তার সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার হত্যা করে। এরপর বিষয়টি আত্মহত্যা বলে প্রচার করতে থাকে।
লিখিত বক্তব্যে হিমেল আরো বলেন, মরদেহে মাথা, পিঠ ও পায়ে আঘাতের চিহ্ন ছিল, যা আত্মহত্যার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। মৃত্যুর পর তার পিতা সুনীল জোয়ারদার, সৎ মা ও সৎ ভাই তাড়াহুড়া করে লাশ দাহ করার চেষ্টা করেন।
লিখিত বক্তব্যে বলা হয়, মৃত্যুর আগে দীর্ঘদিন সুদীপ পারিবারিকভাবে অবহেলা ও মানসিক নির্যাতনের শিকার ছিলেন। অর্থনৈতিকভাবে স্বচ্ছল পরিবারে জন্ম নিয়েও তাকে মাত্র ১৩০ টাকা মজুরিতে কাজ করতে হতো।
সংবাদ সম্মেলনে ময়না তদন্তের রিপোর্ট ২০ দিনেও না আসায় তদন্তের গতি ও স্বচ্ছতা নিয়ে প্রশ্ন তোলা হয়। তার বন্ধুরা আগামী সাত কর্মদিবসের মধ্যে ময়না তদন্তের প্রতিবেদন প্রকাশের দাবি জানিয়ে জানান, বত্যয় ঘটলে তারা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হবেন।

এ সময় সংবাদ সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন, সুদীপ জোয়ার্দারের মামা প্রভাত রায়, ফুপা দেব প্রসাদ রায়, বন্ধু মহলের আবিদ হাসান নয়ন, বাদশা বুলবুল, ফাহাদ মাহমুদ, মেহেদী হাসান, শোভন সাহা, আব্দুল্লাহ আল নোমান, এম এম মনিরুজ্জামান, সামিউল হক ও স্বাধীন রহমানসহ প্রতিবেশিরা
উল্লেখ্য ব্যবসায়ী সুদীপ জোয়ার্দারের রহস্যজনক মৃত্যুর পর ঝিনাইদহ ও ঢাকায় একাধিক মানববন্ধন, বিক্ষোভ এবং স্মারকলিপি প্রদান কর্মসূচি পালিত হয়। এ ঘটনার পর থেকে সৎ মা চম্পা রানী ও সৎ ভাই শিলন জোয়ারদার পলাতক রয়েছে।

মিডফোর্ডের সামনে ব্যবসায়ীকে হত্যার প্রতিবাদে মেহেরপুরে মানববন্ধন

রাজধানীর মিডফোর্ড হাসপাতালে ব্যবসায়ী সোহাগকে নৃশংসভাবে কুপিয়ে হত্যার প্রতিবাদে এবং হত্যাকাণ্ডে জড়িতদের দ্রুত গ্রেপ্তারের দাবিতে মেহেরপুরে মানববন্ধন ও বিক্ষোভ সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়েছে।

শনিবার (১২ জুলাই) বিকেলে মেহেরপুর প্রেসক্লাবের সামনে মেহেরপুরের সর্বস্তরের ছাত্র-জনতার ব্যানারে এ কর্মসূচির আয়োজন করা হয়।
এতে বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষ, শিক্ষার্থী এবং সচেতন নাগরিকরা অংশ নেন।

মানববন্ধনে জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) মেহেরপুর জেলা সমন্বয় কমিটির যুগ্ম সমন্বয়কারী আশিক রাব্বি, সদস্য হাসনাত জামান সৈকত, জুলাই আহত হাসনাত, লাল চাঁদ, রবিন, শাহেদ প্রমুখ বক্তব্য রাখেন।

মানববন্ধনে বক্তারা বলেন, চাঁদাবাজ ও সন্ত্রাসীদের হাতে একজন সাধারণ ব্যবসায়ীকে প্রকাশ্যে কুপিয়ে হত্যা করা হয়েছে। এটি শুধু একটি পরিবারের জন্য শোকের ঘটনা নয়, বরং দেশের প্রতিটি ব্যবসায়ীর

জন্য এক ধরনের হুমকি। অবিলম্বে দোষীদের গ্রেপ্তার করে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি জানান তারা।

বক্তারা আরও বলেন, সোহাগ হত্যার মাধ্যমে সন্ত্রাসীরা রাষ্ট্র এবং বিচারব্যবস্থাকে সরাসরি চ্যালেঞ্জ জানিয়েছে। এ ঘটনা নিছক একটি হত্যাকাণ্ড নয়, এটি জাতীয় নিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রশ্ন।

সমাবেশে অংশগ্রহণকারীরা বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড বহন করেন।

সীমান্তে হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেওয়া হবে না- নাহিদ ইসলাম

“দেশ গড়তে জুলাই পদযাত্রা” কর্মসূচিতে নবম দিনে চুয়াডাঙ্গা জেলার বিভিন্ন স্থানে পদযাত্রা ও পথসভা করেছে জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)।

গতকাল বুধবার মেহেরপুরের গাংনী থেকে বেলা একটায় হাটবোয়ালিয়া বাজারে পৌঁছালে স্থানীয় বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বৃষ্টিতে ভিজেই এনসিপির নেতাদের স্বাগত জানান এরপর দুপুর দুইটায় চুয়াডাঙ্গা বড় বাজার হাসান চত্ত্বরে এনসিপি নেতৃবৃন্দ পথসভা করেন। মুষলধারে বৃষ্টির মধ্যে পথসভায় উপস্থিত হাজারো মানুষের প্রতি এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন।

পথসভায় প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন, জাতীয় নাগরিক পার্টির আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম। এ সময় চুয়াডাঙ্গার সীমান্তে বিএসএফের গুলিতে বাংলাদেশি কৃষকের নিহত হওয়ার প্রসঙ্গ টেনে নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘সীমান্তে গত ৫৪ বছরে হাজারো মানুষকে হত্যা করা হয়েছে। চুয়াডাঙ্গাতেই হত্যা করা হয়েছে দুই শতাধিক। এখন থেকে বাংলাদেশের জনগণ বাংলাদেশের সীমান্ত, মানচিত্র ও মানুষকে রক্ষা করার দায়িত্ব পালন করবে। সীমান্তে হত্যা কোনোভাবেই মেনে নেবে না।

জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম বলেন ‘গত ৫৪ বছর ধরে ভারতীয় আধিপত্যবাদ বাংলাদেশের জনগণের ওপর নির্যাতন চালিয়ে আসছে। আর কোনও ধরনের আধিপত্য মেনে নেবে না বাংলাদেশের তরুণরা। এ দায়িত্ব নিয়েই কাজ করবে এনসিপি। এ সময় শেখ হাসিনার সরকারের বিরুদ্ধে গণহত্যার অভিযোগ এনে নাহিদ ইসলাম আরও বলেন, ‘গুলির নির্দেশ দিয়েছেন শেখ হাসিনা, আর খুনিকে আশ্রয় দিয়েছে ভারত। ভারত যদি বাংলাদেশের সাথে সৌহার্দ্যপূর্ণ সম্পর্ক চায়, সমতা ও মর্যাদার ভিত্তিতে হতে হবে। কেবল বাংলাদেশই ভারতের ওপর নির্ভরশীল নয়, ভারতও বাংলাদেশের ওপর নির্ভরশীল। এটা যেন ভারত কোনোভাবেই ভুলে না যায়। বাংলাদেশের মাটি ও মানচিত্র রক্ষা করা বাংলাদেশের ছাত্র ও যুবাদের দায়িত্ব। সেই দায়িত্ব আমরা নিয়েছি। জাতীয় নাগরিক পার্টি সেই লক্ষ্যে কাজ করবে।’

পথসভায় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন বলেন, ‘নতুন সংবিধান প্রণয়ন ছাড়া গণপরিষদ নির্বাচন সম্ভব নয়। এই অভ্যুত্থানের নেতৃবৃন্দ দেশকে নতুন জায়গায় নিতে চায়।’

তিনি আরও বলেন, ‘ভারত সরকারকে বলতে চাই, বাংলাদেশের জনগণের কাছে আপনাদের দায়বদ্ধ থাকতে হবে। মোদি সরকারকে বলছি, শেখ হাসিনাকে ফেরত দিন।’

শেখ হাসিনার মতো স্বৈরাচারী হিসেবে কাউকে আর গড়ে উঠতে দেওয়া হবে না বলেও হুঁশিয়ারি দেন আখতার হোসেন। সব রাজনৈতিক দলকে বাংলাদেশপন্থি রাজনীতির পথে হাঁটার আহ্বান জানান তিনি।

এনসিপির কেন্দ্রীয় নেতারা আলমডাঙ্গা উপজেলার হাটবোয়ালিয়া বাজার থেকে চুয়াডাঙ্গা জেলায় আনুষ্ঠানিকভাবে পদযাত্রা শুরু করেন। এরপর বেলা দেড়টায় আলমডাঙ্গা উপজেলা শহরের আল তায়েবা মোড়ে পৌঁছালে এনসিপি ও বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের পক্ষ থেকে তাঁদের বরণ করে নেওয়া হয়। আলমডাঙ্গায় পদযাত্রা শেষে এসসিপির নেতারা চুয়াডাঙ্গা শহরের পথে রওনা দেন।

চুয়াডাঙ্গা শহীদ হাসান চত্ত্বরে এই পথসভায় দলের মুখ্য সংগঠক (উত্তরাঞ্চল) সারজিস আলম বলেন, ‘আমাদের শহীদ ভাইয়েরা যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে আত্মত্যাগ করেছেন, তা পূরণ হয়নি। সেই আকাঙ্ক্ষা পূরণ না হওয়া পর্যন্ত আপনাদের লড়াই চালিয়ে যেতে হবে।’

পথসভায় অন্যদের মধ্যে এনসিপির যুগ্ম সদস্যসচিব মোল্লা মোহাম্মদ ফারুক এহসান বক্তব্য দেন। এ সময় এনসিপির সদস্যসচিব আখতার হোসেন,

মুখ্য সংগঠক (দক্ষিণাঞ্চল) হাসনাত আবদুল্লাহ, জ্যেষ্ঠ যুগ্ম সদস্যসচিব তাসনিম জারাসহ দলটির চুয়াডাঙ্গার নেতৃবৃন্দ ও বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতারা উপস্থিত ছিলেন।

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেপ্তার দাবীতে মানববন্ধন

ঝিনাইদহে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও অপরাধীদের গ্রেফতারের দাবীতে মানববন্ধন করেছে তার বন্ধুরা। সোমবার সকাল ১১ টায় ঝিনাইদহ শহরের প্রাণকেন্ড পায়রা চত্বরে এ মানববন্ধন কর্মসূচি পালিত হয়েছে। মানববন্ধন শেষে একটি বিক্ষোভ মিছিল শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বক্তারা বলেন, সুদীপ আত্মহত্যা করেনি তাঁকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করা হয়েছে। ছোট বেলায় সুদীপের মা মারা যান। পরে তার বাবা দ্বিতীয় বিয়ে করেন। সৎ মায়ের সঙ্গে বেড়ে উঠলেও পরিবারে রয়েছে তার পালিত ভাই শিলন। সদা হাস্যোজ্জ্বল ও সদালাপী সুদীপ এমনভাবে আত্মহত্যা করবে আমরা সেটি মানতে পারছি না।সুদীপ যদি আত্মহত্যা করবে তাহলে তার শরীরের বিভিন্ন স্থানে আঘাতের চিহ্ন থাকার কথা না। তার পরিবারের সদস্যরা শুরু থেকেই ঘটনাটিকে আত্মহত্যা বলে চালিয়ে দিতে চেয়েছিলো। মরদেহ ময়নাতদন্ত ছাড়াই শেষকৃত্য সম্পন্ন করতে সকল প্রকার চেষ্টা ও তদবির চালিয়েছে তারা। শেষকৃত্য অনুষ্ঠানের সময় শ্মশান ঘাটে পরিবারের কাউকেই পাওয়া যায়নি।

সুদীপের মরদেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে নেওয়ার পর থেকেই পলাতক রয়েছে সৎ ভাই শিলন। হত্যা না হলে শিলন পালাবে কেন। আমরা সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত ও দোষীদের আইনের আওতায় এনে দৃষ্টান্তমূলক শাস্তির দাবি করছি।

সংক্ষিপ্ত সমাবেশ থেকে বক্তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন,

আগামী ২৪ ঘন্টার মধ্যে সুদীপ হত্যার সুষ্ঠু তদন্ত করে দোষীদের আইনের আওতায় আনা না হলে কঠোর থেকে কঠোরতর কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। মঙ্গলবার সকাল ১১ টায় জেলা প্রশাসক, পুলিশ সুপার ও সিভিল সার্জন অফিসে স্বারকলিপি প্রদান করবেন তারা।

ঝিনাইদহে হত্যা মামলায় ৪ জনের মৃত্যুদন্ড ও ৪ জনকে যাবজ্জীবন

ঝিনাইদহের ডাকবাংলা পুলিশ ক্যাম্পের সাবেক ইনচার্জ উপপরিদর্শক মিরাজুল ইসলাম হত্যা মামলায় চারজনকে মৃত্যু দিয়েছেন আদালত। এছাড়া ৪ জনকে যাবজ্জীবন সশ্রম কারাদন্ড দেওয়া হয়েছে। রায়ে ৭ জনকে খালাস দেওয়া হয়।

সোমবার সকাল সাড়ে ১১টার দিকে অতিরিক্ত জেলা ও দায়রা জজ প্রথম আদালতের বিচারক মাহাবুব আলম এ রায় দেন।

মৃত্যু দন্ডপ্রাপ্তরা হলেন রাজবাড়ী জেলার নিমতলার আমজাদ হোসেন, লিয়াকত হোসেন, দক্ষিণ দৌলতদিয়া গ্রামের আক্কাস আলী ও ফরিদপুরের ভাটি লক্ষ্মীপুর গ্রামের আলম শেখ।

যাবজ্জীবন কারাদন্ড প্রাপ্তরা হলেন- ফরিদপুরের শোভারামপুর গ্রামের শাহীন, গোয়ালচামট গ্রামের মোহাম্মদ সাগর, টাপাখোলা গ্রামের নুর খা ও যশোরের শেখহাটি খা পাড়ার মনির হোসেন। তাদের মধ্যে আমজাদ হোসেন ছাড়া বাকিরা পলাতক।

উল্লেখ যে, ২০১১ সালের ২৩ আগস্ট রাতে জেলা শহরের বাস মালিক সমিতি অফিসের সামনে একটি মোটরসাইকেল দুর্ঘটনায় পড়ে। পরে ঘটনাস্থলে পুলিশ এলে আরোহীরা পালিয়ে যায়। সেসময় দেখা যায় মোটরসাইকেলটি উপ-পরিদর্শক মিরাজুল ইসলামের। কিন্তু তখন তার ফোন বন্ধ পাওয়া যায়। পরদিন সকালে ভেটেরিনারি কলেজের পাশের ডোবায় মিরাজুলের হাত-পা বাঁধা মরদেহ উদ্ধার করে পুলিশ। ওইদিনই পুলিশ সদর থানায় একটি হত্যা মামলা দায়ের করে।

এজাহারে বলা হয়, মিরাজুলের কাছে থাকা পিস্তল, গুলি, মোটরসাইকেলসহ ছিনতাইয়ের জন্য সন্ত্রাসীরা তাকে হত্যা করে থাকতে পারে। ২০১২ সালের জানুয়ারিতে পুলিশ ১৫ জনকে অভিযুক্ত করে আদালতে অভিযোগপত্র দেয়।

ঝিনাইদহ কোর্ট ইন্সপেক্টর মোক্তার হোসেন বলেন, গ্রেপ্তার থাকা আসামি মৃত্যুদন্ডপ্রাপ্ত আমজাদ হোসেনকে জেলা কারাগারে পাঠানো হয়েছে।